OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 112
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 899 - 907
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 899 - 907
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলায় দাঙ্গার ষড়যন্ত্র ও তার সত্যতা : একুশ শতকীয় মুসলমান প্রাবন্ধিক দৃষ্টিতে

আবু আসিম
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর প্রদেশ
Email ID: abuasim421@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Massacre, Planned, Truth, conspiracy, pre-preparation, Hindu-Muslim, Self-interested, Narrative, Riot, politics.

Abstract
Among the various problems or diseases of the social life of Bengal in recent times, 'religious communal thinking' is a distorted psychological disease. The disease greatly affects today's current social life. The poisonous thinking of this distorted psychological disease were insert in the minds of Hindu-Muslim people by various narratives many years ago. As a result, there have been several massacres or communal riots that have been going on over the years in the entire Bengal, especially between the Hindu and Muslim communities. Through which the common people have not received anything other than blood, murder, homelessness, various social problems, damage, and disaster. But those who leading these riots do understand their own interests very well. They are, National Congress, Muslim League or several other political parties. and some radical riotous Hindu-Muslim people in the society, riotous fundamentalist Muslim organizations, Hindu Mahasabha, RSS, Bharat Sevashram Sangh, Anushilan Samiti, Jugantar Dal, or other Hindu-Muslim religious organizations. from the big Marwari businessmen of the city to the owners of various labor factories, they have also emerged as rioters. Thus, they have repeatedly pitted Hindus and Muslims against each other, causing clashes and horrific communal riots, only for their own convenience. Similarly, there were several communal riots in West Bengal, mainly starting in 1821 and 1891, several riots from 1894 to 1997, several riots in 1924, again, several riots from 1925 to 1926 and the biggest and most terrible communal riot of Bengal in 1946, which is known to us as 'The Great Calcutta Killings.' But is what we generally know about the history or background of these various riots the final truth for us? Or is there some other deeper truth or some purpose hidden behind it? Or is there some deep political conspiracy involved in it?

That is, the analysis and unveiling of the conspiracy of all these multiple riots and their undeniable truth is the main subject of my article. However, I have mainly analyzed the background and truth of this communal riot through a discussion of some selected and informative articles by 21st-century two

Muslim essay writers, Aminul Islam and Zahirul Hasan, and have presented the issue from their perspective.

Discussion

প্রত্যেকেই আমরা সার্বজনীন সত্যতার উর্দ্ধে গিয়ে একটি নিজস্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক সত্যতা বা বিশ্বাসকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। সেটা সত্যের দরবারে প্রকৃতই গ্রহণযোগ্যতা থাকুক আর না থাকুক। আর সেটা হত আপাতক্ষেত্রে কিছুটা হলেও স্বাভাবিক। আর এই স্বাভাবিকতার পিছনেই থাকে ‘Structuralism’ বা গঠনবাদের ভূমিকা। যেখানে ব্যক্তির অর্ধচেতন বা অবচেতন মনকে একটি সুসংগঠিত, পরিকল্পিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা অন্য কোন কিছুর দ্বারা পরিচালিত একটি সূক্ষ্ম নেরেটিভ বা আখ্যান-কাহিনী বা একটি স্ট্রাকচার দ্বারা প্রভাবিত করা হয়ে থাকে, যা হয়ে ওঠে একটি বিশ্বাসযোগ্য সত্যস্বরূপ। অর্থাৎ, এই যে মেকি সত্যতা যা বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকার ফলে তা একসময় প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য সত্য হিসাবেই গ্রহণযোগ্যতা পায়। অন্যদিকে আবার সেই আসল সত্যটি, যেটি মেকি গল্প-কাহিনীর কড়াল গ্রাসে একটি অস্তিত্বহীন অবিশ্বাসযোগ্য অতীত গল্প-ইতিহাস হিসাবে প্রাধান্য পায়। এ বঙ্গে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাসও ঠিক সেরকমই। যে দাঙ্গার নেই কোনো প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্য নথি, নেই কোনো সঠিক তথ্য, আর যদিও বা কোনো তথ্য বা নথি থেকে থাকে তা তৎকালীন সময়ের সংবাদপত্র বা বিভিন্ন ম্যাগাজিনের কর্নধারদের নিজস্ব মন গড়া একদমই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আনালাইসিস বা গল্প-কাহিনী। সে-সকল ম্যাগাজিন বা সংবাদপত্রের ফান্ডিং মূলত কোনো না কোনো রাজনৈতিক ঘর থেকে আসা। সুতরাং, সেই ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকাটা ভীষণই স্বাভাবিক। ঠিক এভাবেই বাংলার বুকে ঘটে যাওয়া একের পর এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মত ঘটনার সঠিক সত্যতা নিয়ে আজও প্রশ্ন থেকে গেছে। যেমন - ১৮২০ সালের কলকাতা চাঁদনি বাজার এলাকায় ঘটে যাওয়া দাঙ্গা হোক বা ১৮৯১-র কলকাতা চিৎপুর, ১৮৯৪-১৮৯৭-র কাঁকিনাড়া, টিটাগড়, কামারহাটি, বরানগর, ১৯২৪-র কলকাতা কাঁচড়াপাড়া ও ১৯২৫-১৯২৬-র সময় ধরে চলতে থাকা কলকাতায় একাধিক দাঙ্গা অথবা ১৯৪৬-র কলকাতার সবচেয়ে বড়ো দাঙ্গা যা ‘The Great Calcutta killings’ নামে পরিচিত। এছাড়া ১৯৩০ সালের পরবর্তী সময়েও দেখা গিয়েছে পূর্ববঙ্গের ঢাকা থেকে শুরু করে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালি সহ আরো অন্যান্য জায়গায় একাধিক দাঙ্গা। ‘১৯৩৯ সালে দাঙ্গার বিষ ছড়ায় রাঢ়বঙ্গের আসানসোলেও। ১৯৪১ সালে ঢাকার দাঙ্গা শুধু শহরে সীমিত থাকেনি, গ্রামকেও নিজের গ্রাসে নিয়ে নেয়।’ প্রসঙ্গত একুশ শতকীয় বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আমিনুল ইসলামে’র ভাষায় এই –

> “সাম্প্রদায়িকতা একেবারে আধুনিককালের এক বিশেষ সমস্যা। সাধারণভাবে যার সূচনা হয় ব্রিটিশ যুগে। মধ্যযুগের হিন্দু মুসলিমের যুক্তি সাধনা আধুনিক কালের এই সাম্প্রদায়িকতাকে মোটেই প্রশ্রয় দিত না।”[১]

১.১. দাঙ্গার পটভূমি ও সত্যের উন্মোচন (১৭৫৭-১৯২৬) : বাংলার প্রাচীনতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে ১৭৮২ সালে অবিভক্ত বাংলার সিলেট শহরের কিছু অঞ্চলে ঘটে যাওয়া দাঙ্গার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছিল মুসলমানদের দ্বারা মহরমের মিছিলের নাম করে ব্রিটিশ সরকার ও হিন্দুদের প্রতি আক্রমণ ও হিন্দু মন্দির ভাঙন। কিন্তু এটি একদমই একটি ভুল তথ্য বা একটি মনগড়া ব্যক্তিমনের সাজানো গল্প। সে-সময়ে সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে এক ভয়াবহ বন্যা হওয়ার কারণে সেখানকার সাধারণ মানুষ এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল। সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষকেই এই সমস্যা ভোগ করতে হয়, কারণ বন্যার জল কোন জাত বা ধর্ম দেখে প্রবেশ করে না। ফলত, বন্যায় ব্রিটিশ সরকারের অসহযোগিতার কারণে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়, যা ধীরে ধীরে একটি বড়ো আন্দোলনের রূপ নেই। সেই আন্দোলনকে রোধ করতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত সিলেটের তৎকালীন সুপারভাইজার হিসাবে রবার্ট লিন্ডসে মুসলমানদের মহরমের ধর্ম-উৎসব মিছিলকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে একটি দাঙ্গা সৃষ্টি করে। এই দাঙ্গার সত্য ইতিহাসের কথা জাহিরুল হাসানে’র ‘কথা সাহিত্যে দাঙ্গা ও সন্ত্রাসঃ পটভূমি ছেচল্লিশের দাঙ্গা’ নামক প্রবন্ধ ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক সিরাজুল ইসলাম ও আরো অন্যান্য লেখকদের লেখনিতেও পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া, ১৮২০ সালের হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে জানা যায় যে, সে বছরই অক্টোবর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 112
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 899 - 907
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মাসের ২৮ তারিখে কলকাতা চাঁদনি বাজার এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মাৎসব দুর্গাপুজো উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা হয়েছিল এবং সেই শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে সামান্য কিছু ঝামেলা সৃষ্টি হতে দেখা গিয়েছিল। কারণ সে-সময় হিন্দু ও মুসলামান সম্প্রদায়ের দুর্গাপুজো ও মহরম এই দুটো উৎসব একই সঙ্গে পালিত হত, তাই কখন কখন হিন্দুদের দুর্গাপুজা বিঘ্নিত হত আবার কখন কখন মুসলমানদের মহরমের উৎসবও কিছুটা বিঘ্নিত হত। তবে মাঝে মধ্যেই এরকম ছোটখাট সমস্যা বা ঝামেলা প্রায়ই দেখা যেত, কিন্তু সেটা কখনও একটি ভয়ংকর সংঘর্ষের আকার ধারণ করেনি বা সেটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় হিসাবে দেখা হত না। একবার ঝামেলা হলে কিছুদিনের মধ্যে আবার ঠিক হয়ে যেতো। প্রসঙ্গত এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক জাহিরুল হাসানকে তাঁর ‘কথা সাহিত্যে দাঙ্গা ও সন্ত্রাস : পটভূমি ছেচল্লিশের দাঙ্গা’ নামক প্রবন্ধে এর প্রকৃত সত্যতা প্রকাশ করে বলতে দেখা গিয়েছে –

> “হিন্দুরা যখন দুর্গাপুজোর সময় নবপত্রিকা গঙ্গায় স্নান করিয়ে বাজনা বাজিয়ে ফিরছিলেন তখনই গণ্ডগোল বাধে। অবশ্য তাতে কোনো প্রাণহানি হয়নি। খুবই সাময়িক এবং স্থানীয় ঘটনা। ব্যাপারটা যদিও থানা-আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল।”[২]

ফলত, এই সামান্য বাগবিতন্ডা বা তর্কাতর্কির মধ্যে কিছুটা ঝামেলার সৃষ্টি হলেও তা বিশেষভাবে একটি ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ কোনোভাবেই নিতে দেখা যায় নি। কিন্তু এই সামান্য সমস্যাটিকে একটি বিশাল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আকার স্বরূপ প্রচার করা হয়েছিল। এমনকি, সে-সময়ের বেশ কিছু পত্রিকাতেও বলা হয়েছিল, গঙ্গার দিকে শোভাযাত্রাগামী সকল হিন্দুদের চাঁদনী-চক বাজারের সামনে মুসলমানেরা কেটে রাস্তায় ফেলে রেখেছিল। যে কারণে কলকাতা চাঁদনীচক বাজার শহরে ব্যাপক পরিমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় এবং যে কারণে ওই বছর কলকাতার কোনো দুর্গাবাড়িতে বাইরে থেকে বাইজিরা নাচ-গান বা কোনো অনুষ্ঠান করেতে আসেনি। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিক জাহিরুল হাসান এই মিথ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার গাল-গপ্পকে খণ্ডন করে তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা ‘সমাচার দর্পন’র পাতায় প্রকাশিত এবং গান্ধিবাদী লেখক শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দাঙ্গার ইতিহাস’ নামক বইটিতে লিখিত প্রকৃত সত্যের বিবরণকে একটি বিশ্বাসযোগ্য নথি-স্বরূপ তাঁর প্রবন্ধে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন।

১৮৯১ সালের কলকাতা মহানগরীর শ্যামবাজার অঞ্চলে একটি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্রি করে সেখানে কিছুটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যদিও সেখানে মসজিদ বলতে গেলে এটি তখনও একটি প্রচলিত বা ব্যবহৃত ধর্মীয় স্থান বা পরিপূর্ণ মসজিদ রূপে ছিল না, সেটা মসজিদ হিসাবে দাবি করা শুধুমাত্র একটি বাড়ি ছিল। যা ভেঙে ফেলা হয়। আর ওই মসজিদ দাবি-কৃত সাধারণ বাড়িটির ভেঙে ফেলাকে কেন্দ্র করে তুমুল ঝামেলার সৃষ্টি হয়। এ দাঙ্গায় শুধু মুসলমানেরাই নয়, এতে হিন্দু-মুসলমান সকল ধর্মের দাঙ্গাবাজেরাই অংশগ্রহণ করেছিল। সামিল হয়েছিল উভয় ধর্মেরই প্রায় পাঁচ হাজার দাঙ্গাবাজের দল। কিন্তু এই দাঙ্গায় সামিল হওয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের দাঙ্গাকারী লোকেরা কলকাতার স্থানীয় বসবাসকারী বাঙালী মুসলমান বলে মনে করা হলেও তারা প্রকৃতক্ষেত্রে কেউই স্থানীয় বাঙালী মুসলমান ছিল না, তারা প্রধানত অবাঙালী মুসলমানেরাই ছিল। তবে শুধু এ-সময়ের দাঙ্গায় নয় কলকাতার বুকে ঘটে যাওয়া আরো একাধিক দাঙ্গার পিছনে এই বহিরাগত অবাঙালী মুসলমানেরাই বেশি যুক্ত ছিল, স্থানীয় বাঙালী মুসলমানদের তুলনায়। কিন্তু আবার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ওই সময়ে দাঙ্গাকারী বলতে প্রধানত কলকাতা শহরের কিছু বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষেরাই যুক্ত ছিল। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিক জাহিরুল হাসানে’র বক্তব্য অনুযায়ী—

> “দাঙ্গার জন্য হিন্দু-মুসলমান দুই-ই সমভাবে দায়ী, ... কিন্তু একটা তফাত যা খুব স্পষ্ট তা হল, মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গায় অংশ নিয়েছে বেশিরভাগই ভিন্ন রাজ্য থেকে আসা অশিক্ষিত মজুর শ্রেণী, কিন্তু হিন্দু দাঙ্গাকারীদের এক বিশাল সংখ্যাই ছিল বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত।”[৩]

ফলত, শ্যামবাজারের এই মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে ওই এলাকার চিৎপুর ও মেছুয়া নামক অঞ্চলে বেশ কিছু ছোটখাট বিক্ষিপ্ত ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে ‘বহিরাগত অবাঙালী মুসলমানেরাই প্রধানত এই সংঘর্ষে জড়িত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 112
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 899 - 907
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ছিলেন।' এছাড়াও, ১৮৯৪-১৮৯৭-এর মধ্যে শহরে এরকম আরও কয়েকটি বড়ো আকারের দাঙ্গা হয়েছিল, যার জন্য বিশেষত শহরের পাটকল শ্রমিকদেরকেই দায়ী করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এ-সময়ের যে একাধিক হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা উঠে আসে তা মূলত কাঁকিনাড়া জুটমিলের 'মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'র পক্ষ থেকে জুটমিলের মুসলমান শ্রমিক নিয়োগের দাবি এবং টিটাগড়, কামারহাটি ও বরানগর প্রভৃতি পাটকল শ্রমিকেরা রথযাত্রা-ঈদ-মহরম উৎসবে'র ছুটিকে কেন্দ্র করে ধর্মঘট ও পাটকল মালিক পক্ষের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হিন্দু-মুসলমান উভয়ই সম্প্রদায়ের মানুষ। যদিও এ-সময়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেশকিছু জায়গায় দেখা গেল কোনো সম্প্রদায়ের মানুষই তেমনভাবে কোনোরকম ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু ১৮৯৭-এর দাঙ্গায় দেখা গিয়েছিল ভীষণ ভয়াবহ এক কুৎসিত রূপ। প্রধানত এ ঝামেলাটি শুরু হয়েছিল একটি ভূমি বা জমিকে কেন্দ্র করে। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এক জমিদারের একটি জমিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজদের মসজিদের জমি বলে দাবি করলে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বিবাদ সৃষ্টি হয় ও পুলিশের সহযোগিতায় মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করলে মুসলমানেরা আরো ক্ষেপে ওঠে এবং মুসলমানদের সঙ্গে পুলিশের যুদ্ধ-পরিস্থিতি তৈরি হলে এতে সুপরিকল্পিত ভাবে হিন্দু জমিদারেরা একেবারে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদেরকে বিনা কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে, ফলত, ৩০শে জুন ও ১লা জুলাই-এর মধ্যে বড়ো রকম একটি দাঙ্গার আকার ধারণ করে। যে দাঙ্গার আগুনের আঁচ ধীরে ধীরে পুরো কলকাতার বুকে ছড়িয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক আমিনুল ইসলামকে বলতে দেখাগিয়েছে তাঁর 'শ্যামাপ্রসাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও বাংলা ভাগ' নামক প্রবন্ধে, যে –

> "বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মূলে ছিল ভূমি-সমস্যা। এখানে অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু এবং প্রজারা ছিলেন মুসলমান। ফলে অর্থনৈতিক বিরোধ ক্রমশ সাম্প্রদায়িক চরিত্র নিতে থাকতো।"[৪]

ফলস্বরূপ এই দুই সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সংঘর্ষে আনুমানিক ২০ জন ভীষণতর আহত হয় এবং প্রায় ১১ জন মত মানুষের মৃত্যু হয় এবং সেইসঙ্গে দাঙ্গাকারীদের হাতে ৩৪ জন পুলিশও নিহত হয়।

বিশ-শতক পূর্ববর্তী পুরো সময় জুড়ে সমগ্র বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রকৃত সত্যতাকে সামগ্রিকভাবে আমি কিছুটা হলেও তা তুলে ধরে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। যে সমস্ত দাঙ্গার ইতিহাস নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হল, সেসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছাড়াও এই পুরো সময়কাল জুড়ে শহরের বাইরে বাংলার বিভিন্ন মফস্বল অঞ্চলের একাধিক জায়গাতেও এই হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা খণ্ড খণ্ড আকারে ছোটবড়ো একাধিক সংঘর্ষ হয়েছিল। কিন্তু সে-সব দাঙ্গার প্রকৃত তথ্য পাওয়া ভীষণই দুষ্কর। তবে এই উনিশ শতক পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ, বিশ শতকের সূচনাপর্বে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও তৎকালীন পূর্ববঙ্গেও একাধিক দাঙ্গা দেখা গিয়েছিল, যা প্রাবন্ধিক জাহিরুল হাসেনে'র ভাষায়—

> "বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গকে ঘিরে বিতর্কের ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উত্তরোত্তর অবনতি ঘটছিল। ওই সময় বেশকিছু হিন্দু-মুসলমানের লড়াই হয়েছে, অধিকাংশই পূর্ববঙ্গে। বিলিতি পণ্য বিক্রি নিয়ে স্বদেশিদের সঙ্গে মুসলমান দোকানদারদের বিবাদ থেকে অনেকসময় এই ধরনের দাঙ্গার সূত্রপাত।"[৫]

সুতরাং, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে উদ্বেগপ্রবণ ঘটনা। যার ফলে বাংলার সকল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে শুরু হয়েছিল বিষাক্ত ভেদাভেদ মূলক নীতি। এই বঙ্গভঙ্গের ফলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সামনে রেখে প্রাবন্ধিক জাহিরুল হাসানের 'রাজনীতি ও দেশভাগের আবর্তে মুসলিম সমাজ' নামক প্রবন্ধে উঠে এসেছে বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক বিষয়গত কিছু বক্তব্য, যেখানে বলা হয়েছে মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগ অংশ বঙ্গভঙ্গের সরকারি সিদ্ধান্তের পক্ষে ছিলেন। তাদের মধ্যে মুসলমান জমিদার ও উচ্চবর্গের মানুষদেরই সংখ্যা বেশি ছিল। মুসলমানের মধ্যে যাঁরা কিছুটা দূরদর্শী-সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁরা আবার বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন। যেমন - মুসলিম লিগের সভাপতি মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ। মুসলিম নেতাদের কেউ কেউ আবার এটা

বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, স্বদেশি আন্দোলনের ফলে মুসলমানেরা অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছুটা লাভবান হবে, কারণ হিন্দুর চেয়ে মুসলমান তাঁতির সংখ্যা অনেক বেশি। ফলত স্বদেশি আন্দোলনের ফলে হিন্দু মুসলমানের বিভেদ কমেনি বরং বেড়েছে।

এছাড়া, এপার বাংলার বিশ-শতকের কুড়ির দশক অসম্ভব এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কলুষিতময় সময় হিসাবে পরিচিত। প্রায় ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এ-সময়পর্বে একাধিকবার বিভিন্ন কারণে বা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সংঘর্ষ দেখা গিয়েছে। যে দাঙ্গায় সব মিলিয়ে প্রায় ২১০ জন নিহত হয়েছিল এবং আহতের সংখ্যা ছিল আনুমানিক প্রায় ৯০০ জনের ওপরে। ১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালের কলকাতার বুকে পরপর দু-দুবার মাত্রাতিরিক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। যে দাঙ্গার কারণ প্রধানত হিন্দুদের দুর্গাপুজো এবং মুসলমানদের গোহত্যাকে কেন্দ্র করে। ১৯২৪-র ৮ অক্টোবর এই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাটি শুরু হয়েছিল প্রধানত দুর্গাপুজাকে কেন্দ্র করে এবং সেই দুর্গাপুজার দশমী বিসর্জনের দিন দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনকে ঘিরে স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে প্রথমে কিছুটা তর্কাতর্কি ও পরে সাময়িক একটি ঝামেলা বা তাৎক্ষনিক সংঘর্ষ। যদিও এ সংঘর্ষটিকে তেমনভাবে ‘দাঙ্গা’ নামকরণ করা আমার পক্ষে বেশকিছুটা দুষ্কর। কারণ কিছু জনের নিজস্ব সুবিধার্তে এই সংঘর্ষটিকে যতটা বিরাট আকারে দেখানো হয়েছিল, ঠিক ততটাও ভয়ংকর রূপ না নিয়েই কয়েক দিনের মধ্যে পুরোপুরি স্তিমিত হয়ে যায় এবং এই সংঘর্ষে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কোনো মানুষেকেই আহত বা নিহত বা তেমন কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু, তার আগামী বছর অর্থাৎ, ১৯২৫-র ৩ জুলাই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় জাহিরুল হাসানের লিখিত তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৩০ জনকে গুরুতর আহত হতে হয়েছিল এবং নিহত হয়েছিল ৩ জন। যার মূল কারণ মুসলমানদের দ্বারা গোহত্যা। যে গোহত্যা আজকের একুশ শতকের বর্তমান দিনেও হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ স্বরূপ ভীষণ প্রাসঙ্গিক।

১৯২৬ সালের এপ্রিল, মে ও জুলাই মাসে আবারো পরপর তিন মাসে তিনবার হিন্দু-মুসলমানেরা নিজেদের মধ্যে দাঙ্গায় জড়িয়ে পরে। এই দাঙ্গার আগুনের আঁচ কলকাতার বেশ কয়েকটি জায়গাতে ছড়িয়ে পরে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জায়গা হল কলেজ স্ট্রিট, বড়োবাজার, মধ্য কলকাতা ও জোড়াবাগান। ২৬-র এই দাঙ্গার কারণ স্বরূপ জানা গিয়েছে যে, প্রধানত রাজপাল নামক এক ব্যক্তির লেখা বই-এ ‘রংগিলা রসুল’ শীর্ষক হজরত মোহাম্মদ সম্পর্কে অবমাননাকর কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য। এছাড়া দেখা গিয়েছে অবাঙালী মারোয়ারী ব্যবসায়ীদের প্রতি স্থানীয় মুসলমানদের অর্থনৈতিক ক্ষোভ যা প্রথমে শুধুমাত্র একটি মারোয়ারী বিরোধী আন্দোলন বা ক্ষোভের প্রকাশ মনে হলেও তা ধীরে ধীরে শহরের উচ্চবিত্ত বিত্ত ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিজেদের সুবিধার্তে অর্থনৈতিক ক্ষোভকে আড়াল করতে বা ধামা চাপা দিতে শহরের সাধারণ হিন্দু জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। যার ফলে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনিবার্য হয়ে পরে। তবে এ দাঙ্গায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল ঐ মারোয়ারী ব্যবসায়ীদেরকেই। তাদেরই বাড়িঘর লুট থেকে শুরু করে কারখানায় আগুন লাগানো এবং হত্যা করা হয়েছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সুরঞ্জন দাসে’র বক্তব্য থেকে জানা যায়, মুসলমানদের এ লড়াই বাঙালী হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, তা মূলত মারোয়ারীদের বিরুদ্ধে। এই দাঙ্গায় লুটপাট থেকে শুরু করে অগ্নিসংযোগ, খুন ও বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষত মারোয়ারিরাই ক্ষতির স্বীকার হয়েছিল। আবার, তৎকালীন সময়ে বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল হওয়া নিয়েও মুসলমানদের অন্দরে বেশ কিছুটা ক্ষোভ সঞ্চয় হতেও দেখা গিয়েছিল, যার সুবাদে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের গভীর বিতৃষ্ণা প্রকাশ। সুতরাং, রাজপাল নামক ওই ব্যক্তির বা পুস্তিকার সমালোচনা, ব্যাপক মারোয়ারি বিরোধীতা এবং সেইসঙ্গে বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল হওয়াকে কেন্দ্র করে সামগ্রিকভাবে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক হারে ঝামেলা বা সংঘর্ষের সৃষ্টি হতে থাকে, যা পশ্চিমবঙ্গের একটি ভয়াবহ দাঙ্গাকালীন বছর হিসাবে পরিচিত। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘর্ষে অসংখ্য সাধারণ হিন্দু-মুসলমান মানুষকে রক্তাক্ত হতে হয়েছিল এবং সবমিলিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা আনুমানিক ২১০ জনের ওপরে ও আহতের সংখ্যা প্রায় ৯৭৫’র ওপরে। যদিও এইসকল দাঙ্গার পিছনে বিশেষত অবাঙালী মুসলমানেরাই নয়, সেখানে অবাঙালী হিন্দুদেরও দারুন ভাবে যুক্ত হতে দেখা গিয়েছিলো। দেশপ্রাণ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বক্তব্যেও এটা পরিস্কার যে, উক্ত দাঙ্গায় বিশেষত অবাঙালী হিন্দু-মুসলমানেরাই যুক্ত ছিল। প্রসঙ্গত জাহিরুল হাসান তাঁর ‘রাজনীতি ও দেশভাগের আবর্তে মুসলিম সমাজ’ নামক প্রবন্ধে বলেছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 112
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 899 - 907
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "ভারতের দাঙ্গা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। সাম্প্রদায়িক হিংসা রোধ করার জন্য ১৯২৭ সালে সিমলায় দুই সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মুসলমানের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন জিন্না ও সুহরাওয়ার্দি। এই সম্মেলনে হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার দুটি মূল কারণ চিহ্নিত করা হয়—মসজিদের সামনে গান-বাজনা এবং মন্দিরের সামনে গোরু জবাই। এ সত্ত্বেও নেতারা কোনোও মীমাংসায় পৌঁছাতে পারেনি। কী করেই বা পারবেন, এমন অপরিণত ভাবনা যেখানে। যেন এ দুটি বন্ধ করতে পারলেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হবে।"[৬]

১.২. ৪৬-র দাঙ্গার ষড়যন্ত্র, সত্যতা ও পটভূমি :

> "১৬ আগস্ট থেকে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত অবশ্য ছিল বীভৎস চূড়ান্ত পর্যায়, ২০ আগস্ট থেকে প্রশাসন কলকাতাকে দখল নিতে শুরু করে। কিন্তু প্রথম তিনদিন সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত এ নগরী, কাদের হাতে এ মহানগরীর ভার? পথে পথে—সে রাজপথ কি অলিগলি, এত সব মৃতদেহ কাদের? তারা কি হিন্দু না মুসলিম? নাকি সাধারণ মানুষ? কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার খেটে খাওয়া সাধারণ শ্রমিক-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ কি এরা? জিন্নাহ বা সুহারাওয়ার্দি বা কিছু হিন্দু নেতার মতো কোনোও প্রাসাদে থাকা নেতৃত্ব তো এখানে আহত বা নিহত হননি"[৭]

হয়েছেন সাধারণ মানুষ। সুতরাং, কলকাতা শহরে ১৯৪৬-র ১৬ আগস্টের হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক এই দাঙ্গা'য় বিলেতের সেক্রেটারি অব স্টেটকে পাঠানো বড়োলাট ওয়াভেলের তথ্য অনুযায়ী মোট মৃতের সংখ্যা ৪,৪০০ ও আহতের সংখ্যা আনুমানিক ১৬,০০০-এর উপরে এবং গৃহহীনের সংখ্যা ১ লক্ষের উপরে। যা 'The Great Calcutta killing' নামে আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে ব্রিটিশ সরকার মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব এলে ১০ জুলাই জওহরলাল নেহেরু কেন্দ্রীয় পরিষদে ঘোষণা করেন এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারী ক্যাবিনেটে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং গণপরিষদে মুক্ত স্বাধীন সদস্য হিসাবে থাকবে। ফলে, তৎকালীন মুসলিম লিগ সভাপতি আলি জিন্না কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকারের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীমিশন প্রস্তাব বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এক আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে' বা 'Direct Action Day'-এর ডাক দেন। আর এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে তৎকালীন বাংলার মুসলিম লিগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহিদ সুহারাওয়ার্দির নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি স্বাধীনতার হুমকি দেয় এবং ১৬ আগস্ট ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশনের পক্ষপাতপূর্ণ নীতির প্রতিবাদে সারা কলকাতা জুড়ে সেদিন বন্ধ বা হরতালের ঘোষণা ও কলকাতা ময়দানে একটি জনসভা। এই জনসভায় সকল ধর্মের মানুষকে আসার জন্য বলা হয়েছিল। কারণ এটা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বাংলার সকল মানুষের সংগ্রাম। কিন্তু সে-সময়ের বেশকিছু সংবাদপত্র, কিছু সংগঠন, একাধিক রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সভা সমিতি বা অন্য কোনো স্বার্থান্বেষী দাঙ্গাবাজদের দ্বারা এই দিনটি'কে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 'Direct Action Day' হিসাবে প্রচার করা হয়। এছাড়া সে-সময়ের 'ষ্টার অব ইন্ডিয়া', 'মর্নিং নিউজ', ও 'দৈনিক আজাদ' নামক বেশ কিছু মুসলমান পত্রিকাতেও কিছু মুসলমান দাঙ্গাকারীরা হিন্দু বিদ্বেষী স্লোগান লিখে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল এবং মুসলিম লিগের কিছু নেতরাও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছিল। যেমন খাজা নাজিমুদ্দীন ওই দিনের সমাবেশের মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে 'আমাদের সংগ্রাম কংগ্রেস এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে', তৎক্ষণাৎ সে মঞ্চ থেকে তাঁকে নামিয়ে দিয়েছিল মুসলিম লিগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম।

কিন্তু, বলা যেতে পারে ১৬ আগস্টে ডাকা 'Direct Action Day' বা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' এটি শুধুমাত্রই একটি নেরেটিভ স্বরূপ, এর আসল উদ্দেশ্য তো অন্যকিছু। পূর্বেই আমি বলেছি অনেকক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্কে একটি স্ট্রাকচার বা নেরেটিভকে প্রিকোডেড করা হয়ে থাকে। কারণ সেই প্রত্যক্ষ স্ট্রাকচার বা নেরেটিভের পিছনে থাকে এক গোপন ও গভীর অভিসন্ধি। আর সেরমই একটি অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্য হল একটা দিনের সামান্য হরতাল বা বন্ধ'কে কেন্দ্র করে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 112
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 899 - 907
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কয়েক হাজার লাশের উপরে পা দিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর মধ্যে দিয়ে বিশেষত পশ্চিমবাংলাকে পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তি থেকে মুক্তি করার একটি সংকীর্ন কুৎসিত সফলতম প্রয়াস। যার মধ্য দিয়ে একটি সুবিধা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের সঙ্গে সঙ্গে সকল জনগণের চোঁখে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দায়ভার মুসিলম লিগের ওপরে খুব সহজেই দেওয়া যাবে। যদিও সত্যই সেই দায়ভার আজও বহন করে চলেছে মুসলিম লিগ। প্রাবন্ধিক আমিনুল ইসলামে'র বক্তব্যানুযায়ী হিন্দু বাঙালিদের কাছে পাকিস্তানের অর্থ হল সারাজীবনের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব হারানো এবং তৎকালীন বাংলায় সংখ্যালঘু সকল হিন্দু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের অধীনে থাকা। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কলকাতার হিন্দু বাঙালীরা শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শাসনতন্ত্র মূলক বিষয় বা কোনো সমস্যা হিসাবে দেখেনি, তারা এটাকে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হিসাবে গণ্য করেছেন, আর যে জন্য তারা সারাজীবন এ লডাই চালিয়ে যেতেও প্রস্তুত ছিল। যার ফলস্বরূপ, ৪৬-র রক্তমাখা হত্যাযজ্ঞ বা এক ভয়ংকর দাঙ্গা। আবার এ প্রসঙ্গে সোমনাথ লাহাড়ী'র মত ইতিহাসবিদকেও বলতে দেখা গিয়েছে যে –

> "পাওয়ার হিন্দুর হাতে আসবে না মুসলমানের হাতে। বাংলাদেশ এবং কলকাতায় কারা রাজত্ব করবে— হিন্দু না মুসলিম? বাংলাদেশ কী পুরো পাকিস্তান হয়ে যাবে, না কলকাতা পাকিস্তানের বাইরে আসবে— এই তাড়নায় কলকাতায় দাঙ্গা বেধেছিল।"[৮]

কিছু জনের দ্বারা একেবারে পরিকল্পিত হিন্দু-মুসলমানের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালীন দাঙ্গা পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য কেন্দ্রীও সেনাবাহিনীর কোনোরকম সহযোগিতা পাওয়া যায় নি। আর এ দাঙ্গা কোন্ট্রোল করার মত ক্ষমতা রাজ্যের পুলিশের কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। এমনকি শান্তি ফেরানোর জন্যে সেনাবাহিনী মোতায়েনের উদ্দেশ্যে সুহরাওয়ার্দী তৎকালীন রাজ্যের গভর্নর'কেও জানিয়েছিল। কিন্তু কিছুই হল না, যেটা হল সেটা টানা পাঁচদিন ধরে চলতে থাকা এক ভয়ংকর মৃত্যুযজ্ঞ।

১৯৪৬-এর মার্চ মাসে যখন ব্রিটিশ সরকারের পাঠানো ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে তখন থেকেই উল্লেখিত স্বার্থান্বেষী দাঙ্গাকারীদের দাঙ্গার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েগেছিল। কলকাতা-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে মুসলমানের হাতে চলে যাওয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা যে দাঙ্গার কয়েকমাস থেকেই শুরু হয়েছিল সে পরিকল্পনার কথা প্রাবন্ধিক জাহিরুল হাসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অসিত রায় তাঁর 'দেশভাগের ইতিহাস - একটি বিনির্মাণ প্রয়াস' নামক বই'তে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তৎকালীন ব্রিটেন মন্ত্রী স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সকে লেখা একটি চিঠিতে কলকাতার এক মারোয়ারি ব্যবসায়ী কলকাতার সম্ভাব্য এই দাঙ্গার পূর্বাভাস সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। যা থেকে পরিষ্কার ভাবে উঠে এসেছে—

> "এই দাঙ্গা দিয়েই ভারতের তৎকালীন অর্থনৈতিক রাজধানী কলকাতাকে হিন্দু-বনিয়ারা নিজেদের নিয়ন্ত্রনে রাখতে পেরেছে, এরকম একটি সিদ্ধান্ত জানা গিয়েছে তাঁর বইতে।"[৯]

প্রাবন্ধিক আমিনুল ইসলামে'র লেখা '১৯৪৬-র কলকাতা দাঙ্গা' নামক প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি তৎকালীন কলকাতায় বসবাসকারী এই অবাঙালী মারোয়ারি ব্যবসায়ীরা দাঙ্গার পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ আমেরিকার সৈনদের কাছ থেকে এবং ইংল্যান্ড থেকে বিভিন্ন ধরনের রাইফেল কিনতে আর্থিক ভাবে সহায়তা করেছিল। ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও হিন্দু মহাসভার মত বিভিন্ন সংগঠনকে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক সহায়তা করেছিল। কারণ শুধু একটাই, যেন কোন অবস্থাতেই এই পশ্চিমবাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি না হয়। হলে হইতো তাদের এই বাংলায় একছত্র রাজত্ব শেষ হয়ে যেতে পারতো। সবথেকে বড়ো বিষয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্রসস্ত্র তারা বিভিন্ন মাধ্যমে জোগাড় করে এ দাঙ্গায় ব্যবহার করেছিল এবং এই বিশ্বযুদ্ধের সামরিক বাহিনী থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কিছু কিছু হিন্দু সৈনরাও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এছাড়া অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের নেতৃত্বরাও বিভিন্ন রকম ভাবে হিন্দু মহাসভাকে সহযোগিতা ও বিভিন্ন অস্ত্রসস্ত্রের জোগান দিয়েছিল। শহর ও মফঃস্বলের বিভিন্ন জায়গাতে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকের দল তৈরী করে তাদেরকে লাঠি, ছোরা ইত্যাদির সাহায্যে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ফলত, এই হিন্দু মহাসভার পরিচালনায় এই সকল দল, সংঘ, সমতি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 112
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 899 - 907
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন তারা সকলেই দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল। যেটা সাধারণভাবে বাইরে থেকে খালি চোখে দেখা বা জানা ভীষণই মুশকিল। তবে –

> “ব্রিটিশ সরকারের প্রাচ্য কামান্ডের সর্বাধিনায়ক জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস তুকার তাঁর ‘হোয়াইল মেমোরি সার্বাস’ বইতে লিখেছেন ‘দাঙ্গার মূলে ছিল হিন্দু মহাসভা, কিন্তু হিন্দু মহাসভা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এবং দুর্নীতি দমন বিভাগে আধিপত্য বিস্তার রেখেছিল, যারা সরকারকে একেবারেই অন্ধকার রেখে দেয়।”[১০]

মূলত, শক্তির এই ভয়ংকর হত্যালীলার প্রতিযোগিতায় ৪৬-র এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কিছু দাঙ্গাকারী হিন্দুদের আগাম প্রস্তুতি একেবারেই বিস্ময়কর ছিল না। যা—

> “১৯৪৬ সালের ১০ জানুইয়ারী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নিজের ডায়েরীতে লেখেন, ‘একটি সিভিল ওয়ার ছাড়া হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হবে না। সিভিল ওয়ার আমরা চাই না—কিন্তু যদি অন্য দল তৈরী হয়ে ওঠে, আমরা প্রস্তুত না থাকি, তবে আমরা ঠকবো শেষ পর্যন্ত।”[১১]

কিন্তু অপরদিকে আবার মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু দাঙ্গাকারী নেতৃত্বের মধ্যে এই দাঙ্গার স্পৃহা ছিল না সেটা বলা যাবে না, কারণ তাদেরকেও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে এ ভয়ংকর হত্যালীলায় মেতে উঠতে দেখা গিয়েছিল। বিশেষত দাঙ্গার শেষ কয়েকদিন মুসলমানেরা জন্তুর মতো অতিব নিষ্ঠুর রক্তখেলায় মেতে উঠড়ছিল। তাদের যেহেতু কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না সেকারণে তারা বিভিন্ন মুসলমান পাড়ায় পাড়ায় মিটিং করে নিজদের কাছে যতটুকু আস্ত্রসস্ত্র ছিল যেমন-বাঁশ, লাঠি, ছুঁরি, হেসো, সাবল, তরোয়াল ইত্যাদি নিয়েই এই হত্যাযজ্ঞে সামিল হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, মুসলমান নেতৃত্বের মধ্যে এই বীভৎস দাঙ্গা প্রতিযোগিতার যে কোনোরকম পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না, তা আমরা মোটামুটি ভাবে অনুমান করতে পারি মুসলিম লিগের নেতৃত্ব তথা সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমে’র ‘আমার জীবন ও বিভাগ-পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি’ নামক বই থেকে, যেখানে তাঁকে বলতে দেখা গিয়েছে দাঙ্গা করার প্রবৃত্তি বা কোনো প্রস্তুতি থাকলে আমি আমার দুই পুত্র বদরুদ্দিন উমর ও শাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ আলি এবং ছ-বছরের নাতি লালমিয়া’কে ১৬ আগস্টে কলকাতা ময়দানের সেই বিরাট সমাবেশ দেখানোর জন্য বর্ধমান থেকে নিয়ে যেতাম না। তবে, সেই সভামঞ্চে থাকা অবস্থায় চারিদিক থেকে খবর আসতে লাগল যে, কলকাতার সর্বত্র ভীষণ দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, আর তখনি আমরা সকলে ময়দান ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে রিপন স্ট্রীট পৌঁছে ছিলাম। সুতরাং, মানুষ মিথ্যা বললে হইতো বলতে পারে কিন্তু পরিস্থিতি কখনো মিথ্যা বলে না। আর তাছাড়া আমি মনে করি এ দাঙ্গা না হলেই তো মুসলিম লিগের রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য অতিব উত্তম। কারণ আলি জিন্না, সুহারাওয়ার্দি বা মুসলিম লিগের আরো অন্যান্য বিজ্ঞ নেতারাদের কি কোনো ধারণা ছিল না, যে কলকাতার ৪৬-র এই দাঙ্গার সুবাদে সমগ্র বাংলাকে ভাগ হতে হবে। এবং বাংলা ভাগ হলে মুসলিম লিগের কতটা ক্ষতি হবে সেটা কি জানতো না তাঁরা ? আমার মতে তাঁরা নিশ্চয় ওতটাও কাঁচা রাজনীতিবিদ ছিলেন না যে তাঁরা ইচ্ছা করে নিজদের ক্ষতি করে বাংলা ভাগের পক্ষে তারা থাকবেন। কারণ তাঁরা অবশ্যই জানতেন যে দেশ জাতিগত ভিত্তিতে ভাগ হলে এই পুরো অখণ্ড বাংলাকে খুব সহজেই তারা পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তি করতে পারতো। শুধু পারতো নয় সাধারণভাবে পেয়েও যেত। কারণ তৎকালীন সময়ে অবিভক্ত সমগ্র বাংলার মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। যেখানে অখন্ড-বাংলা মিলে প্রায় ৬৪ শতাংশের উপরে মুসলমানের বাস ছিল। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিক জাহিরুল হাসান বক্তব্য অনুযায়ী—

> “মুসলিম সংখাগুরু-প্রদেশ হিসাবে গোটা বাংলার পাকিস্তানভুক্তির যেটুকু সম্ভাবনা ছিল তা নির্মূল করে দেয় এই দাঙ্গা। প্রমাণ করে যে হিন্দুরা লিগের হাতে নিরাপদ নয়। বাংলা ভাগের দাবিকে পরবর্তীকালে জোরদার করেছে এই দাঙ্গা।”[১২]

আর আমি যদি ধরেও নিই যে, মুসলিম লিগের পক্ষ থেকেই এ-দাঙ্গা প্রথমে শুরু হয়েছে, তাহলে বলা ভালো কলকাতার যে জায়গা জুড়ে এ-দাঙ্গাটি হয়েছিল যেখানে তৎকালীন সময়ে মাত্র ২৪ শতাংশ মুসলমানের বসবাস ছিল। অর্থাৎ, প্রকৃতই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 112
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 899 - 907
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দাঙ্গা করতে চাইলে সেখানেই কেন দাঙ্গা করতে গেল? তারা চাইলে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি সেখানেই পরিকল্পনা করে করতে পারতো। তবে দেখতে গেলে এই দাঙ্গায় মুসলিম লিগের রাজনৈতিক সুবিধা কোনোভাবেই হয়নি, বরঞ্চ আরো ক্ষতি হয়েছে। আর সেই সঙ্গে পেয়েছে একটি রাজনৈতিক দঙ্গাকারী দল হিসাবে কলঙ্কভরা তকমা।

ফলত, ৪৬-র এই দাঙ্গার পিছনে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন বা যে সত্যতায় উঠে আসুক না কেন, কিন্তু সাধারণ এই হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানের মৃত্যুর দায় কে নেবে? হাজার হাজার মানুষের ঘর ছাড়া হওয়ার দায় কে নেবে? মুসলিম লিগ বা দাঙ্গাকারী বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন বা সভা-সমিতি তারা কি মাথা পেতে নিয়েছে এ দায়? তবে, একথা অবশ্যই বলব, বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন সুহারাওয়ার্দি নিজের দায়িত্ব থেকে কোনো ভাবেই এরিয়ে যেতে পারেন না। তাঁর কোনো অধিকার ছিল না রাজ্যের সাধারণ হিন্দু-মুসলমানদের জীবন নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাকে দমন না করে প্রশ্রয় দেওয়ার, সে নিজের দলের মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউ হোক বা হিন্দু সম্প্রদায়ের কেউ হোক। তাঁকে একটি রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আরও অনেক বেশি সচেতন হওয়া দরকার ছিল বলে আমি মনে করি।

Reference:

১. ইসলাম, আমিনুল, ভারতীয় মূলধারা ও ধর্মীয় আধিপত্যবাদ, এডুকেশান ফোরাম, প্রথম প্রকাশ ২০২২, পৃ. ১৬৯
২. হাসান, জাহিরুল, বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর, পূর্বা, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ. ২০৪
৩. হাসান, জাহিরুল, বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর, পূর্বা, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ. ২০৯
৪. ইসলাম, আমিনুল, ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি দ্বিজাতিতত্ত্ব ও দেশভাগ, এডুকেশান ফোরাম, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ৫৯৯
৫. হাসান, জাহিরুল, বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর, পূর্বা, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ. ২০৫
৬. ঐ, পৃ. ২২২
৭. ইসলাম, আমিনুল, ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি দ্বিজাতিতত্ত্ব ও দেশভাগ, এডুকেশান ফোরাম, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ৫৪১
৮. ঐ, পৃ. ৫৩২
৯. হাসান, জাহিরুল, বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর, পূর্বা, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ. ২১০
১০. ইসলাম, আমিনুল, ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি দ্বিজাতিতত্ত্ব ও দেশভাগ, এডুকেশান ফোরাম, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ৫৩৫
১১. ঐ, পৃ. ৫৩৭
১২. হাসান, জাহিরুল, বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর, পূর্বা, প্রথম প্রকাশ ২০১১, পৃ. ২০৯